আমার কয়েক মিনিটের সহযাত্রী

শনিবারের বিকেল। কেরানিদের ভিড় লেগেছে হাওড়া স্টেশনে। সকলেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যস্ত... গাড়ি ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল—আমি এবং একটি পূর্ববঙ্গীয় বৃদ্ধ মুসলমান গাড়িতে উঠিবামাত্র গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

পূর্ববঙ্গীয় বৃদ্ধ মুসলমানটি আমাদের পাড়ার একটি লোকের পাশে বসিয়া পড়িল। আমি বৃদ্ধের পাশে বসিতেই বন্ধুর দৃষ্টি পড়িল আমার দিকে। সে বৃদ্ধটিকে অবজ্ঞার সহিত একটু সরিয়া বসিতে বলিল।

বৃদ্ধ সরিয়া বসিতেই আমি উঠিয়া বন্ধুটির কাছে গিয়া বসিলাম। বন্ধুর সহিত নানা বিষয়ের গল্প করিতে লাগিলাম।

ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের স্বাভাবিক আলোচনায় গভীর সামান্য ঘটনা হইতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কোনো বিষয়ই বাদ পড়ে না। আমার বন্ধুটিও স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে দু'চারটি কথা বলিতেছিল। এমন সময়ে বন্ধুবরের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া পার্শ্ববর্তী পূর্ববঙ্গীয় বৃদ্ধ-মুসলমানটি কথা কহিতে আরম্ভ করিল। সে কামরার সমস্ত যাত্রীই অপরিচিত বৃদ্ধ মুসলমানটির মূর্তির নিকট হার আনিল। সামান্য এক অশিক্ষিত মুসলমানের নিকট তর্কে পরাস্ত হওয়ায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া অহংকারী বন্ধুটি কথাপ্রসঙ্গে বৃদ্ধ মুসলমানটির পরিচয় জানিতে চাহিল।

পূর্ববঙ্গীয় বৃদ্ধ মুসলমানটি এর উত্তরে বলিলেন—"পি. সি. রায়ের নাম শুনেছেন কি? আমিই এই প্রফুল্ল রায়—শ্রীরামপুরে উইন্ডিং কলেজে সুতার রং সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাচ্ছি।"

একথা শুনিবার পর বন্ধুবরের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল, সে কথা না শোনাই ভালো।

গাড়ি শ্রীরামপুর স্টেশনে থামিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার 'স্যুটকেস' নহে ঝাড়নের পুঁটলিটি লইয়া স্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। আমরা সকলেই তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মিষ্ট স্বরে, হাসিভরা মুখে বলিলেন—"সকলে কি সকলকে চিনতে পারে? ভুল হওয়া তো স্বাভাবিক। এ সামান্য ঘটনার জন্যে লজ্জিত হবার কারণ নেই।"

(আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিভূতিভূষণের 'উপেক্ষিতা' গল্প পড়ে তাঁকে নিজে থেকে চিঠি দিয়ে সম্বর্ধিত করেছিলেন। বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের এই আলেখ্যটি নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত 'পাঠশালা' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৫০ (প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতি-সংখ্যা) সংখ্যায় পত্রস্থ হয়েছিল।)—নির্বাহী সম্পাদক।